প্রভাবশালী ১শ' ব্রিটিশ বাংলাদেশির তালিকা প্রকাশ

বিশেষ প্রতিনিধি : ব্রিটিশ সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন এমন সব প্রভাবশালী বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত একশ' ব্যক্তিত্বের তালিকা 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশন ২০১৪' প্রকাশিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার। হাউস অব কমন্সের কমনওয়েলথ রুমে এই তালিকার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ মন্ত্রী এমপিরা ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রভাবশালী ও প্রতিভাবান একশ ব্যক্তিত্বের তালিকা পড়ে শোনান ফরেন অফিস মিনিস্টার ব্যারোনেস সাইয়িদা ওয়ার্সি, ড্যানি আলেক্সান্ডার এমপি, বাংলাদেশ বিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্টেরিয়ান গ্রুপের চেয়ার এ্যান মেইন এমপি, ডেইম টেসা জাওয়েল এমপি, লর্ড করন বিলিমোরিয়া, স্টিফেন টিমস এমপি, সায়মন হিউজ এমপি ও ক্যারেন বাক এমপি।
বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন, ইকবাল আহমদ ওবিই, (চেয়ারম্যান সিমার্ক গ্রুপ ও এন আরবি ব্যাংক), স্বপ্নারা খাতুন (ব্যারিস্টার এবং বিচারক), রুশনারা আলী এমপি, টিউলিপ সিদ্দিক, সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, ব্যারোনেস পলা উদ্দিন, লুৎফুর রহমান (সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি নির্বাহি মেয়র), আসিফ আনোয়ার আহমদ (থাইল্যান্ডে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত), প্রফেসর মুরাদ চৌধুরী (ট্রেজারার আরবিএস) এবং মিহির বোস (স্পোর্টস জার্নালিষ্ট) সহ ২০ টি ক্যাটাগরিতে একশ' জন। এছাড়া এই প্রথমবারের মতো বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশনে বিশ্বে ১০ জন প্রভাবশালী বাঙালির তালিকাও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই তালিকায় আছেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ইউটিউব এর কো ফাউন্ডার জাভেদ করিম, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, সালমান খান, করভি রাকসান্দ, সারাহ হোসেন, সাকিব আল হাসান, ওমর ইসরাক, সুমাইয়া কাজি ও নিশাত মজুমদার।
২০১৪ সালের প্রভাবশালী ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যক্তিত্বদের তালিকাটি ২০টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে রাজনীতি, ব্যবসা এবং শিল্পদ্যোগ, আবিষ্কার, মিডিয়া, স্পোর্টস, সংস্কৃতি, সিলেব্রিটি, রেষ্টুরেন্টার্স ও উদীয়মান প্রতিভাবান ক্যাটাগরি। এই প্রথমবারের মতো 'পিপলস চয়েস' নামে একটি নতুন ক্যাটাগরি সংযুক্ত করা হয় এবং এই ক্যাটাগরিতে তালিকাভুক্তদের পছন্দ করেছেন জনসাধারণ। এতে যে পাঁচ জনের নাম রয়েছে এরা হলেন হাম্মেদ আহমদ, নর্থাম্পটনের একজন উদ্যোক্তা, মিসেস সফিনা আখতার, মতিন ইসলাম ওবিই (হেড টিচার, কভেন্ট্রি) জেলিনা বারলো রহমান (পার্টনার জেআর রহমান সলিসিটর, এডিনবরা) কাওসার জামান, ফুলব্রাইট স্কলার অব লন্ডন, সাবিনা বেগম (ব্যারিস্টার এবং লন্ডনে এসিড ভিক্টিম ক্যাম্পেইনার)

তালিকায় কম পরিচিত আরও কয়েকজন উদীয়মান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যেমন, রুপা হক (ইলিং আসনে লেবার পার্টির মনোনীত এমপি প্রার্থী), জুবায়ের হক (ফর্মুলা ফোর রেসিং ড্রাইভার)। সম্পুর্ণ তালিকা দেখা যাবে বিবি পাওয়ার এর ওয়েবসাইটে।
বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশনস এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দাল উল্লাহ বলেন, ২০১৪ সালের বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশন তালিকায় আপনারা ১০০জন, উজ্জল, উদ্যকাঙ্খী, সফল বাংলাদেশির নাম ২০টি ক্যাটাগরিতে দেখতে পাবেন। তারা নানা উদ্যোগ, সমাজসেবা, সৃষ্টিশীলতা সহ নানা ক্ষেত্রে কমিউনিটিতে ও সমাজে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। পিপলস চয়েস এ যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা অনেক রোল মডেল এর সন্ধান পেয়েছি এবার ।
বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশনস এর সম্পাদক আয়েশা কোরেশি এমবিই বলেন, ''আমরা প্রায়ই একটি প্রশ্নের সম্মুক্ষিন হই, কেন এই তালিকা? উত্তর খুবই সহজ-ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা। ২০১৪ সালের বিবি পাওয়ার এ্যান্ড ইন্সপিরেশনে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা তরুণ তরুণীদের নানা ক্ষেত্রে রোল মডেল হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য আগামীতে কয়েকটি অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।''
বিবি পাওয়ার এর বিচারক মন্ডলির উপদেষ্টা ইকবাল ওয়াহাব ওবিই বলেন, ''আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে গত বছর আমাদের ক্যাম্পেইনে রাজনীতিতে আরও বেশি করে প্রতিনিধিত্ব চাই দাবির প্রেক্ষিতে এবছর আরও দুইজন মহিলা পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার মনোনয়ন পেয়েছেন। তথাপি এখনো রাজনীতির ব্যাপক পরিসরে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়ে গেছে। আমরা মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এই বিষয়টির দিকে নজর দেয়ার জন্য একযোগে কাজ করে যাবো।
বিবি পাওয়ার এর বিচারক মন্ডলির অন্যতম উপদেষ্টা সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা বলেন, ''এ বছরে আমরা নতুন প্রজন্মের প্রেরণা যোগানোর জন্যে বিশ্বব্যাপি ১০ জন বাংলাদেশি প্রভাবশালী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বেরও তালিকা প্রকাশ করেছি। আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে এটা বুঝাতে চাই তারা তাদের বাংলাদেশি শিকড়কে নিয়ে দেশে বিদেশে গর্ববোধ করতে পারে। তাদের জন্য সব স্থানেই শক্তিশালি রোল মডেল রয়েছে।

ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাওয়ার ও ইন্সপিরেশনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যাদের নাম রয়েছে:

বিজনেস এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ:
ইকবাল আহমদ ওবিই (সীমার্ক), নওফল জামান (জমির টেলিকম), আরেফ করিম(হেজ ফান্ড ম্যানেজার), রুবি হ্যামার এমবিই (মেকআপ আর্টিষ্ট), সেলিম হোসন এমবিই(ইউরো ফুডস)।

রাজনীতি:
লুৎফুর রহমান (নির্বাহি মেয়র, টাওয়ার হ্যামলেটস), রুশনারা আলী এমপি, টিউলিপ সিদ্দিক, ব্যারোনেস উদ্দিন, মুরাদ কোরেশি (লন্ডন এসেম্বলি মেম্বার)।

সিভিল এ্যান্ড পাবলিক সার্ভিস:
আসিফ আনওয়ার আহমদ (থাইল্যান্ডে নিযুক্ত ব্রিটিশ এম্বাসাডর), মকবুল আহমদ ওবিই (ডিপ্লোম্যাট), নাহিদ মাজিদ ওবিই(চীফ অপারেটিং অফিসার), আনওয়ার চৌধুরী (সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার), ড. হালিমা বেগম (ডিরেক্টর অব এডুকেশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল এশিয়া)।

ইনোভেটর (আবিস্কার):
শরীফ আল বান্না (প্রতিষ্ঠাতা, এওকেনিং ওয়ার্ল্ডওয়াইড), ড. মিরাতুল মুকিত(ফেলোশীপ ইন ক্লিনিক্যাল সায়েন্স), শাকির আহমদ (কো ইনভেন্টর স্কাই কপ্টার), সৈয়দ আহমদ (স্িইও সাবোর্টেক্স), দিলারা খান (চেয়ার পিলার প্রডাকশন)।

একাডেমিক / থিংক ট্যাংকার :
এড হোসেন (সিনিয়র ফেলো ফর মিডল ইষ্টার্ণ স্টাডিজ), ড. আইরিন জোবেদা খান (চ্যান্সেলর সলফোর্ড ইউনিভার্সিটি), ড. এম হাসান শহীদ (সিনিয়র লেকচারারার কুইন ম্যারি ইউনির্ভাসিটি), নায়েলা কবির (প্রফেসর লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস), এন্ডি মিয়া।

লিগ্যাল :
ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুন, ব্যারিষ্টার আখলাক চৌধুরী, আজমালুল হোসেন কিউসি, শাহ কোরেশী (সলিসিটর), ওয়াহিদুর রহমান (সলিসিটর),

মেডিক্যাল:
প্রফেসর টিপু জাহেদ আজিজ, ড. শফি আহমদ, ড. তাহসিন চৌধুরী, ড. রাবিয়াত হক, প্রফেসর আনিসুর রহমান।

প্রফেশনাল:
শাম আহমদ, নুরুল চৌধুরী, ড. একে রহমান , ড. শরফুল ইসলাম, নাজমা উদ্দিন।

সিটি এ্যান্ড ফিন্যান্স:
প্রফেসর মুরাদ চৌধুরী (ট্রেজারার আরবিএস গ্রুপ ট্রেজারার), সামাদ চৌধুরী (সিটিব্যাংক), সুলতান চৌধুরী (এমডি ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রিটেন), ইফতেখারুল ইসলাম (এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল), রায়হান ফারাদি।

নেটওয়ার্ক এ্যান্ড এসোসিয়েশন:
পাশা খন্দকার, প্রসিডেন্ট, (বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন),মোহাম্মদ নবাব উদ্দিন (প্রেসিডেন্ট, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব), মুকিম আহমেদ (প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চে'ার অব কমার্স), স্পফুল আলী, (এমারল্যান্ড নেটওয়ার্ক), দিলাবর এ হোসাইনচেয়ারম্যান, (ওয়েলস বাংলাদেশ চে'ার অব কমার্স)

মিডিয়া :
মিহির বোস (স্পোর্টস জার্নালিস্ট), লিসা আজিজ, (নিউজরিডার), আলী হোসাইন (ফাইনান্স জার্নালিস্ট), নাদিয়া আলী (রেডিও এন্ড টিভি প্রেজেন্টার), ইয়াসমিন খাতুন (জার্নালিস্ট এন্ড প্রোডিউসার)

কালচার :
জো রহমান (জাজ মিউজিশিয়ান), তাহমিমা আনাম (লেখক), শাপলা শালিক (মিউজিশিয়ান), নাজ চৌধুরী (ফাউন্ডার, ফ্লেক্স এফএক্স), মিনহাজ হুদা (ফিল্ম, টেলিভিশন পরিচালক ও প্রযোজক)

স্পোর্টস :
রোকসানা বেগম (কিকবক্সার), মিসবাহ আহমেদ (চিফ এক্সিকিউটিভ, লন্ডন টাইগার্স), জোবায়ের হক (ফরমুলা ফোর রেসিং ড্রাইভার), মোহাম্মদ নুম্পল হক চেয়ারম্যান, হেলভিসিয়া ফুটবল ক্লাব এন্ড টাওয়ার হ্যামলেটস ফুটবল ক্লাব), আনোয়ার উদ্দিন (কোচ, ওয়েস্টহ্যাম একাডেমি)

সেলিব্রেটিজ :
কোনি হক (প্রেজেন্টার), আকরাম খান (কোরিওগ্রাফার), মনিকা আলী (সাহিত্যিক), তাসমিন লুসিয়া খান (প্রেজেন্টোর), নিনা হোসাইন (নিউজরিডার),

একটিভিস্ট :
ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারি এমবিই (ট্রাস্টি, লন্ডন মুসলিম সেন্টার), আহমদ ঊস সামাদ চৌধুরী জেপি (চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস টেলিভিশন গ্রুপ), রাহিমা বেগম (রেস্টলেস বিয়িং), ইয়াসমিন চৌধুরী (ফাউন্ডার, লাভদেশ এন্ড আমকারিজা ফাউন্ডেশন), রওশন সিদ্দিকা আহমেদ (ফাউন্ডার, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ব্রেকিং দ্য সাইকেল, ইউকে), সাবিপ্পল ইসলাম (এন্টারপ্রেনার), ড. নাইম আহমেদ (ফাউন্ডার, সেলফলেস), ফারহাজ মিয়া (সিনিয়র রিসার্চ এনালিস্ট, প্রেকিন), পিসি সাকিরা সুজিয়া (কনস্টেবল, মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস), সাইদা খান (ইঞ্জিনিয়ার, এটকিনস)

রেস্টুরেন্ট/ফুড :
এনাম আলী এমবিই (ফাউন্ডার, ব্রিটিশ কারি এ্যাওয়ার্ডস), আমিন আলী (ফাউন্ডার, রেড ফোর্ট), আকতার ইসলাম (লাসান), আতিক চৌধুরী (ইয়াম ইয়াম), রিজিনা সাবুর ক্রস (অথর এন্ড ব্লগার)

রিলিজিয়াস ফিগার :
শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম (ইমাম, ইস্ট লন্ডন মসজিদ), আজমল মসপ্পর (রিলিজিয়াস কমেন্টেটর), হাফিজ মাওলানা আব্দুল জলিল (দাপ্পল হাদিস লতিফিয়া ইসলামিক স্কুল), শায়েখ শামসুদ্দোহা মাহমুদ (প্রিন্সিপাল, ইব্রাহিম কলেজ), শায়েখ মাহমুদুল হাসান (ইমাম, এসেক্স মসজিদ)

এমারজিং ইনফ্লুয়েন্স :
দ্রুপা হক (সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী), ম্যারি রহমান (ডাইরেক্টর, এমআরপিআর), মনসুর আলী (ফিল্ম ডাইরেক্টর), প্পজি ইয়াসমিন (প্রোডাকশন জার্নালিস্ট, আইটিভি), সারাহ সারোয়ার (প্রেসিডেন্ট, কুইন মেরী স্টুডেন্ট ইউনিয়ন)

পিপলস চয়েস :
হামিদ আহমেদ (সিইও, মদিনা হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট এন্ড জ্যাক আলেকজান্ডার ডেভোলাপমেন্ট লিমিটেড), সোফিনা আক্তার মতিন ইসলাম ওবিই (হেড টিচার, স্ট্যান্টন ব্রিজ প্রাইমারি স্কুল, কভেন্ট্রি), জেলিনা বারলো রহমান (পার্টনার, জেআর রহমান সলিসিটর), কাউসার জামান (ফুলব্রাইট স্কলার), সাবিনা বেগম (ব্যারিস্টার এন্ড এসিড এটাক ভিকটিম ক্যাম্পেইনার)

বিশ্বে প্রভাবশালী ১০ বাংলাদেশি :
মুহাম্মদ ইউনূস, (ফাউন্ডার গ্রামীন ব্যাংক নোবেল বিজয়ী), জাবেদ করিম (ফাউন্ডার ইউটিউব), স্যার ফজলে হাসান আবেদ (ফাউন্ডার এন্ড চেয়ারপার্সন, ব্র্যাক),সালমান খান (খান একাডেমি), করভি রাকশান্দ
(ফাউন্ডার, জাগো ফাউন্ডেশন), সারা হোসাইন (লইয়ার ও মানবাধিকার কর্মী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট), সাকিব আল হাসান, (ক্রিকেটার বাংলাদেশ টিম) ওমর ইশরাক (চেয়ারম্যান, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মেডট্রনিক), সুমাইয়া কাজী (সিইও, সুমাজী ডট কম), নিশাত মজুমদার (এভারেস্ট বিজয়ী)

তরুণ তরুণীদের জন্য রুশনারার নতুন চ্যারিটি 'আপরাইজিং'
সৈয়দ নাহাস পাশা : বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একমাত্র ব্রিটিশ এমপি ও শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রুশনারা আলীর নেতৃত্বে আপরাইজিং নামের একটি চ্যারিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ২৭ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় হাউজ অব কমন্সে স্পীকারের সরকারি বাসভবনে। এই চ্যারিটির পৃষ্টপোষক হচ্ছেন ব্রিটেনের তিনটি মূল রাজনৈতিক দলের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, লেবার পার্টি নেতা এড মিলিবান্ড ও লিবডেমের লিডার ও উপ প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ। আপরাইজিং চ্যারিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে তরুণদের মধ্যে লীডারশীপের যোগ্যতাকে বিকশিত করা। সমাজের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস, ব্ল্যাক এন্ড এথনিক মাইনোরিটি এবং শারীরিকভাবে অক্ষম মেধাবী তরুণরা হচ্ছে এর টার্গেট গ্রুপ।
২০০৮ সালে বেসরকারি থিংক ট্যাংক ইয়ং ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্প হিসাবে আপরাইজিং এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এই প্রকল্পের নেতৃত্বে ছিলেন ফাউন্ডেশনের এসোসিয়েট ডিরেক্টর রুশনারা আলী। সোমবার হাউস কমন্সে স্পীকার হাউসের রাষ্ট্রীয় কক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র চ্যারিটি হিসাবে আপরাইজিং এর আত্মপ্রকাশ ঘটলো। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্পীকার জন বারকো এমপি, মিনিস্টার ফর সিভিল সোসাইটি নিক হার্ড এমপি, শ্যাডো এডুকেশন সেক্রেটারী ট্রিসট্রাম এমপি ও চ্যারিটির চেয়ার রুশনারা আলী এমপি। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আরো বেশ কজন সেক্রেটারী, মিনিস্টার, শ্যাডো মিনিস্টার, এমপি, আপরাইজিং এ্যাম্বাসেডর, ফান্ডার, ট্রাস্টিসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আপরাইজিং এর এ্যাম্বাসেডরদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনও রয়েছেন।
আপরাইজিং এর চেয়ার এবং এর কো–ফাউন্ডার শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রুশনারা আলী এমপি বলেন, যখন এদেশের প্রায় ১ মিলিয়নেরও বেশী তরুণ বেকার, সামাজিক গতিশীলতা যখন মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তখন এই প্রজেক্ট তরুণদের সামনে লীডারশীপ পজিশনে যাবার এবং তাদের কমিউনিটিতে সোশ্যাল একশন ক্যাম্পেইন (সামাজিক

উদ্যোগের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ) পরিচালনার সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি আশা করেন, আগামী দিনগুলোতে সকল কমিউনিটির শত শত তরুণ রাজনীতি, সিভিল সোসাইটি এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রভাবশালী স্থানগুলোতে জায়গা করে নিবে আর এর মাধ্যমে এদেশের রাজনীতি, মিডিয়া, ব্যবসাসহ সর্বত্র তীব্রভাবে আকড়ে রাখা একটি ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠির কতৃত্বের অবসান ঘটবে।

রুশনারা আলী এমপি বিডি নিউজকে বলেন, ইয়ং ফাউন্ডেশনের প্রকল্প হিশেবে এর যাত্রা শুরুর পর থেকে প্রায় পাঁচ শ ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণীদের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় লিডারশীপ প্রোগ্রামে বিপুল সংখ্যক বাঙালি তরুণ তরুণী উপকৃত হয়েছেন যারা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন। রুশনারা বলেন, আপরাইজিং প্রকল্প এখন দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

আপরাইজিং সমাজের বঞ্চিত অংশের ১৯ থেকে ২৫ বছরের তরুণ–তরুণীদের লীডারশীপ ডেভেলাপমেন্ট, মিডিয়া, সোশাল একশন ক্যাম্পেইনিং স্কীল ডেভেলাপমেন্ট (সামাজিক উদ্দোগের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ), পাবলিক স্পিকিং ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। ৯ মাসের একটি পার্ট টাইম কোর্স সম্পন্ন করার পরে 'আপরাইজিং' তরুণদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্কিং পোগ্রামের অধীনে মূলধারার রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেবে।

আপরাইজিং এর পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তাদের দেয়া ট্রেনিং পোগ্রামের পর তরুণ তরুণীদের মধ্যে ৬৬% তাদের কমিউনিটিতে সোশ্যাল একশন ক্যাম্পেইনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিপরীতে সারা দেশে গড়ে এই সংখ্যা মাত্র ২৯%। সার্ভেতে দেখা গেছে প্র্যাকটিক্যাল লীডারশীপ এক্সপেরিয়েন্স, চাকুরীর পাবার যোগ্যতা বৃদ্ধি, ভাল নেটওয়ার্ক আপরাইজারদের এই সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে। ৯৬% তরুণ তাদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিতে আপরাইজিং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে উল্লেখ করেন। আপরাইজিং এর কার্যক্রম লন্ডন ছাড়াও ২০১০ সালে বার্মিংহামে, ২০১১ সালে বেডফোর্ডে, ২০১২ সালে ম্যানচেষ্টারে বিস্তৃত করা হয়। পর্যায়ক্রমে এটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এমপি স্বতন্ত্রভাবে আপরাইজিং এর যাত্রা উপলক্ষে বলেন, গত কয়েক বছর ধরে সংগঠনটি এদেশের সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠির তরুণদের লীডারশীপ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে অসাধারন কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের মূখ্য আদর্শের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃটেনের জন্য আর হতে পারে না। আর সেই আদর্শ হচ্ছে, তুমি কোথায় জন্ম গ্রহন করেছ অথবা তোমার পিতামাতা কে, তা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়, বিবেচ্য হচ্ছে তুমি কে এবং তুমি আমাদের দেশের জন্য কী করতে যাচ্ছ। তিনি বলেন, এই আদর্শই আমাদের দেশের জন্য দরকার এবং আপরাইজিং এই আদর্শের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এজন্য এর প্যাট্রন হিসাবে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত।

উপ–প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ এমপি বলেন, আমাদেরকে এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে জন্ম–পরিচয় নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়। সঠিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্য চাকুরী নিশ্চিতের জন্য তরুণদের সাপোর্ট দিতে হবে। আমি চাই বৃটেনের সকল জনগোষ্ঠির তরুণরা তাদের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করুক এবং তাদের লোকাল কমিউনিটির উন্নয়নে সহায়তা করুক। আপরাইজিং এই বিষয় নিয়ে কাজ করে বলেই আমি এর প্যাট্রন হয়েছি।

বিরোধীদলের নেতা এড মিলিব্যান্ড এমপি বলেন, পরবর্তী জেনারেশন তার অতীত জেনারেশনের চেয়ে ভাল – এটাই হচ্ছে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি। আর এটা তখনই সম্ভব যখন সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়। নেটওয়ার্ক এবং সুযোগের অভাবে অনেক তরুন–তরুণী পিছনে পড়ে থাকে আর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তরা এগিয়ে যায়। আপরাইজিং এটা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে এবং এর প্রতি আমার পূর্ণ সাপোর্ট রয়েছে। ২০২০ এর কেবিনেটে আপরাইজিং এর কাউকে দেখতে পেলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হবো।